চরিত্রহীন নেতাদের স্বিকারোক্তি

বিশেষ সম্পাদকীয়

দুশ্চরিত্র, লম্পট, মাফিয়া ডন, সন্ত্রাসী, সমকামী, চোরাকারবারী, জুয়াড়ী, ধর্ষক, নারীলিপ্সু ও ভাড়ুয়া রাজনীতিবিদদের বাংলাদেশে এখন বড় দুঃসময়। অনেকে এখন বিচারাধীন বন্দি এবং অনেকে পলাতকাবস্থায় দেশে বিদেশে সরে আছেন। যারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ গোয়েন্দা বিভাগের মুখোমুখি হয়েছেন সেরকম কয়েকজন রাজনীতিবিদ, ব্যাবসায়ী, আমলা ও মন্ত্রীর জবানবন্দি আমরা হাতে পেয়েছি যা আমাদের হেফাজতে সুরক্ষিত আছে। কর্ণফুলীর মাধ্যমে আর্ন্তজালে ভাসানোর আগে আমরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এসকল স্বীকারোক্তিগুলো নিজেরা খুঁটে খুঁটে শুনে নিয়েছি।

'আপনি কয় বিয়ে করেছেন? দ্বিতিয় স্ত্রীর সাথে আপনার বয়সের ব্যবধান কত? আপনারা করলে হয় 'লীলা' আর এরশাদ ভাই করলে হয় 'জেনা'। নানা প্রশ্নের বানে বিদ্ধ করে আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আবদুল জলিলকে শয্যাশায়িত করে দিয়েছিল বাংলাদেশের যৌথ গোয়েন্দা বাহিনী। তার জেরার অডিও শুনলে বুঝা যাবে তিনি কেন বন্দি অবস্থায় যমঘরের মুল ফটক থেকে ঘুরে এসেছেন।

'স্যার আপনার গায়ে হাত লেগে গেছে, মাইন্ড করেন নাইতো? হাসিনা এত্ত ফট ফট করে ক্যান, আপনারা তার মুখে সিলাই দিতে পারেন না? হাসিনা আপনার বড় না ছোট বোন? তারে দরোজা বন্ধ কইরা কইষ্যা একটা থাপ্পড় লাগাইতে পারেন না?' শেখ সেলিমকে জেরার সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

আরেকজন ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধানকে তার যৌনজীবন নিয়ে অনেক সত্য ও মারাত্মক প্রশ্ন করা হয়েছিল। 'ভাই আপনি বিবাহিত, আপনার এত্ত সুন্দর বৌ আছে তারপরেও আপনি বাইরের মেয়েদের প্রতি কেন নজর দেন? শুনেছি মালেয়শিয়ার প্রাক্তন ও বিতর্কিত পররাষ্ট্রমন্ত্রি আনোয়ার ইব্রাহিমের মত আপনিও একজন 'বাই-সেক্স' অর্থাৎ উভয়কামী? সমলিঙ্গের সাথে যৌনকর্মে আপনার ভুমিকা কি, পুরুষ না মেয়ে আপনি?' নানা প্রশ্নের বানে ভেসে গেছে স্বপ্নবিলাসী সেই নওজোয়ান নেতা ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধান।

দেশের বর্তমান প্রশাসন যখন রাজনীতির মাঠ থেকে আগাছা ও জঞ্জাল পরিষ্কার করায় মনোনিবেশ করলেন ঠিক তখনি কিছু সুযোগ সন্ধানী, পরিচয়হীন, প্রাক্তন রিফুজী ও অর্ধশিক্ষিত বাংলাদেশী প্রবাসী তাদের মুক্তির দাবীতে দাতা দেশগুলোর রাস্তায় চেহারা দেখানোর জন্যে নেমে পড়েন। বিচারাধীন ও বিপজ্জনক একজন বন্দিকে রায়ের আগে যেমন 'দুর্নিতিবাজ' বলে আখ্যায়িত করা যায়না ঠিক তেমনি তাকে বিচারাধীনাবস্থায় কারাগার থেকে জামিনে বা অন্যকোন উছিলায় মুক্তি চাওয়ার দাবী করাও অন্যায়। বিচার শেষে বুঝা যাবে উক্ত বন্দি সত্যিকারের দোষী না নির্দোষী ছিল। এই সাধারন বিষয়টি এরা কেউ বুঝে না বা বুঝতে চায় না। যদি কেউ মনে করেন তাদের নেত্রী বা নেতা সাচ্ছা, ধোয়া তুলসী ও ফুলের মত পবিত্র তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই। নির্দোষ হলে বিচার শেষে তিনি অবশ্যই ছাড়া পাবেন। তা নিয়ে এত হই চৈ কেন? ভুল তথ্য দিয়ে দাতা দেশগুলোর মাথা খারাপ করা কেন? যারা অযৌক্তিকভাবে তাদের কারাবন্দি নেতা বা নেত্রিদের মুক্তি দাবী করছেন তাদের আসল উদ্দেশ্য কি এবং এরা কারা অনেকেই আজ তা খুঁজে দেখছেন। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রচারিত এসকল ব্যক্তিদের ছবিগুলো কাছ থেকে একে একে আলাদা করে দেখলে চেনা যাবে এদের আসল পরিচয়। খোঁজ নিয়ে আমরা অতি নিশ্চিত হয়েছি এবং 'চ্যালেঞ্জ' বুকে

নিয়ে 'গ্যারান্টি' সহকারে প্রকাশ্যে বলা যায় যে প্রবাসে ঘেরাও-জটলাতে সমবেত হওয়া এই ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই প্রাক্তন রিফুজি অথবা এখনো ইমিগ্রেশনের তারকাঁটায় জড়িয়ে আছেন। প্রবাসী সমাজে এদের অনেকের সঠিক কোন সামাজিক পরিচিতি-ই নেই। আর যে কয়জনের আছে তাও সাংসারিকভাবে এরা প্রায় সকলেই বিদ্ধস্থ। সামাজিক লজ্জার ভয়ে স্ত্রীর সাথে আপোষনামায় চুক্তি করে কেউ নিজ ঘরে পরবাসী হয়ে দিনাতিপাত করছেন দীর্ঘদিন ধরে, আবার কারো দেখা গেছে ইতিমধ্যে কয়েকবার করে ঘর ভাঙা হয়ে গেছে এবং পুনরায় 'ম্যাচ মেকারের' কাছে পাত্রী খোঁজার বিজ্ঞাপন দিয়ে অধীরাগ্রহে অপেক্ষায় আছেন। দেড় গজ সাড়ে সাত ইঞ্চি উচ্চতার কাফরি বর্নের এরকম একজন কবি কাম চিকিৎসক কাম শিক্ষক কাম ডক্টরেট ব্যক্তিত্বকে সিডনীতে এধরনের বিভিন্ন সেমীনার ও ঘেরাও 'জটলা'য় আজকাল প্রায় সোচ্চার কণ্ঠে দেখা যায়। তিনি কয়েকদিন আগে তৃতীয়বারের মত সংসার করার মানসে বাংলাদেশে পাত্রী খুঁজতে গিয়ে পাত্রী পক্ষকে সিডনীস্থ কয়েকটি ওয়েবসাইটে তার কর্মকান্ড ও ছবি দেখাতে হাতে করে একটি লেপটপ নিয়ে যান। কিন্তু শেষাব্দি ব্যার্থ মনোরথে অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসেন। মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ এই সকল ব্যক্তিত্বদের কথা বিবেচনা করে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি সম্প্রতি বাংলাদেশের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে 'ধরা খাওয়া' তাদের সেই তথাকথিত প্রিয় নেতা ও নেত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদের অডিও টেপ জনসমক্ষে প্রকাশ করার। প্রচারিত সেই অডিও শুনলে আশাকরি এবার তাদের বোধদয় হবে, মনে শান্তি পাবেন এবং সুন্দর ঘর খুঁজে পাবেন।

আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলতি পক্ষে আমরা 'ট্রাম্পকার্ড' খ্যাত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আবদুল জলিলের জবানবন্দি আমাদের বিশ্ববাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে আন্তর্জালে ভাসিয়ে দিলাম। আগামীতে একে একে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য ভাগ্নে শেখ ফজলুল করিম সেলিম, স্বাধীনতার ঘোষক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রথম সন্তান তারেক রহমান, ব্যবসায়ী গি-আল মামুন, সালমান এফ. রহমান, আবদুল আউয়াল মিন্টু, আবুল হাসেম, মোসাদ্দেক আলী (ফালু) ও দৈনিক জনকণ্ঠের মালিক-সম্পাদক এম.এ খান (মাসুদ) সহ আরো অনেকের জবানবন্দি আমরা প্রচার করবো। এই সকল ব্যক্তিদের সর্বসাকুল্যে ৫২ ঘন্টার জবানবন্দির অডিও রেকর্ড আমাদের সংরক্ষনে আছে। বাংলাদেশী গোয়েন্দা বিভাগ ও যৌথবাহিনীর দাঁতভাঙ্গা জেরাতে তথাকথিত এই রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও ব্যাবসায়ীদের আসল চরিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জভাবে উম্মোচিত হয়েছে। অনেকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে তাদের ব্যাভিচার ও 'বিছানা-সংবাদ' উক্ত জেরাতে প্রকাশ পেয়েছে। আশাকরি আমাদের পাঠকরা এ সকল ব্যক্তিদের দেয়া জবানবন্দি থেকে মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশের প্রশাসন ও রাজনৈতিক ময়দান সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য জানতে পারবেন। চলতি সংখ্যার 'জলিল-নামা'র পরে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামানের 'বাবর-নামা' আর্ন্তজালে ভাসানো হবে। প্রতিটি 'স্বীকারোক্তি' কর্ণফুলী'র প্রচ্ছদে পক্ষকাল ভাসবে এবং তারপর যথারীতি তা আমাদের তোশাখানায় জমা পড়ে থাকবে। আপনাদের যেকোন মন্তব্য, পরামর্শ ও উপদেশ আমরা সাদরে গ্রহন করবো। ধন্যবাদ

------ প্রধান সাম্পানওয়ালা

স্বীকারোক্তির টেপ শুনতে এখানে টোকা মারুন অথবা হোমপেজের নীচে দেখুন